আমাদের সময়

তারিখ ... 22 AUG 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ৪ ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বেতন বৈধতা দিতেই এ ভ্যাট

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেতনের ওপর ধার্য করা সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রমিশন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বেতনকে বৈধতা দিতেই এ ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে সংগঠনটি। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধনকালে তারা উক্ত মন্তব্য করেন।

এ সময় সংগঠনটির সভাপতি কামরুল ইসলাম সুরুজ বলেন, সরকারের উচিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন ও ভর্তি ব্যয় কমানোর এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু উল্টো তারা ভ্যাট আরোপ করে শিক্ষা বেনিয়াদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অমানবিক উচ্চ বেতনকে বৈধতা দিতেই সরকার এ ভ্যাট আরোপ করল। তিনি বলেন, দেশে যথেষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সৃষ্টি করতে না পারা রাষ্ট্রের ব্যর্থতা। আর সে ব্যর্থতা ঢাকতেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ভ্যাট চাপানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রকে যেখানে প্রতিমাসে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা বেতন দিতে হয়, সেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিমাসে দিতে হয় ১০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা। যা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য কষ্টসাধ্য। হাতেগোনা কয়েকটি উচ্চবিত্ত পরিবার ছাড়া সবাইকে পরিবারের ব্যয় কমিয়ে এ বেতন পরিশোধ করতে হয়। অনেকে আবার টিউশনি ও খণ্ডকালীন চাকরি করে বেতন পরিশোধ করেন। বিষয়গুলো বিবেচনা করে সরকারের উচিত ভ্যাট প্রত্যাহার করা। মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক জাবের হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আলী হোসেন রাসেল প্রমুখ।